দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 08 2002

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

শহরের মেয়েরা বঞ্চিত কেন?

বর্তমান সরকারের একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে সারা দেশে মেয়েরা স্কুল-কলেজে বিনা বেতনে লেখাপড়া করবে। আগে ছিল এসএসসি পর্যন্ত। বর্তমানে এইচএসসি পর্যন্ত মেয়েরা বিনাবেতনে পড়বে সঙ্গে বই পাবে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এসএসসিতে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীরা উপবৃত্তি পাবে। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী অঙ্গীকারে বলেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা ডিগ্রী পর্যন্ত ফ্রীর ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত একপেশে। কারণ এ সুযোগ শুধু গ্রামের মেয়েদের জন্য। গ্রামীণ জনপদের সকল মেয়ে এই সুযোগ পাবে। কিন্তু শহর নয় কেন? শহরে বসবাসকারী সবাই কি বিত্তবান, অর্থশালী বা সচ্ছল? গ্রামের সবাই কি অসচ্চল? গ্রামীণ জনপদে ধনীর মেয়েরা যে সুযোগ পাবে সে সুযোগ গরিবের মেয়েও পাবে তা কি যুক্তি সঙ্গত? অপরদিকে শহরে বসবাসকারী গরিব মেয়েরা স্কুল-কলেজে বেতন দিয়ে বইপত্র কিনে লেখাপড়া করবে এ কেমন কথা?

সরকারী সুযোগ-সুবিধা শহর আর গ্রামে পার্থক্য কেন? শহরে বসবাসকারীদের বেশিরভাগ গরিব শ্রেণী। যেমন বস্তিবাসী, বিভিন্ন মিল কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ। যথা পিয়ন, দারোয়ান, মালী এবং ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ। সীমিত আয়ের এসব লোকের সন্তানদের পড়াশোনা করানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে কেন তারা!

নগর গড়ে তুলতে নিম্নবিত্ত বা নিম্ন আয়ের মানুষের অবদান অনেক বেশি। তারা কি তাদের মেয়ে সন্তানদের লেখাপড়া করাবে না? আরও উল্লেখ করা যেতে পারে শহরে যত নিম্ন বা স্বল্প আয়ের লোক বাস করে তত লোক গ্রামে বসবাস করে না।

সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল গরিব মানুষ গ্রামে চলে গেলে শহর হয়ে পড়বে অচল, তা ছাড়া শহরে কাজের সন্ধান করবে এবং কাজের সংস্থান করবে- আর সন্তান-সন্ততিকে গ্রামে রাখবে তা কি হয়? তবে গরিব মানুষকে গ্রামে কর্মের সংস্থান করে দিলে নিশ্চয়ই মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাবে।

শহর ও গ্রামে সব ক্ষেত্রেই সরকারী সিদ্ধান্ত এক হওয়া উচিত। ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফে প্রতিটি ছাত্রীর পিতার আয়ের উৎস এবং মাসিক আয় কত তা জেনে সে অনুযায়ী বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। শহর/গ্রামে সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় নির্ধারণ করে দেবেন যেমন ঃ শহরে মাসিক আট বা দশ হাজার টাকা ইনকাম আছে, সন্তানের সংখ্যা কত? শিক্ষার্থী কত জন? সে অনুযায়ী বেতন ও উপবৃত্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে। অপরদিকে গ্রামে পরিবারে মাসিক আয় কত? ৬/৮ হাজার টাকা হতে পারে, সন্তান কত জন, শিক্ষার্থী কত জন, সে অনুযায়ী বেতন ও উপবৃত্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে। উল্লিখিত পরিমাণের টাকা ইনকাম যে সব পরিবারে রয়েছে সে পরিবার কোন রকম উপবৃত্তি বা বেতন মওকুফ পাবে না। বিষয়গুলো সরকারীভাবে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ অনুরোধ করছি।

আবুল কাশেম চৌধুরী

৪৮/১. বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫।